গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৭জি- ৩০২ (ক-৩)/২০০৬ (অংশ-১)/ ১১০৮/১ তারিখ ৩০ /০৬/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর মহিলা কলেজের ইতিহাস বিষয়ের প্রভাষক নিয়োগের বিষয়ে মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর মহিলা কলেজের প্রভাষক (ইতিহাস) জনাব আবিদা সুলতানা-এর এমপিওভুক্তি এবং বর্ণিত বিষয়ের প্রভাষক জনাব মো: বজলুর রশিদ-এর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি উল্লেখ করেন তিনি ৩০/১০/২০০২ ইং তারিখে যোগদান করে অদ্যবধি কর্মরত আছেন। কলেজে যোগদান করে জানতে পারেন ইতিহাস বিষয়ে জনাব মো: বজলুর রশিদ নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিয়োগ বিধি বহির্ভূত হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৩/০৮/২০০২ ইং তারিখে তার নিয়োগ বাতিল করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ বার বার জনাব আবিদা সুলতানা-এর এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করলেও তাঁর জটিলতা নিরসন না হওয়ায় তিনি তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে এমপিওর জন্য আবেদন করেন। বর্ণিত বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী জনাব মো: বজলুর রশিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিক আছে কি-না সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কমিটির মতামত ও পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত বিষয় প্রতিয়মান হয়ঃ

১। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক (ইতিহাস), জনাব বজলুর রশিদ এর নিয়োগ সম্পূর্ণ বিধি মোতাবেক হয় নি। অন্য ক্ষেত্রে প্রভাষক (ইতিহাস) জনাব আবিদা সুলতানার নিয়োগ বিধি মোতাবেক হয়েছে; তবে বজলুর রশিদকে বরখাস্তের কারণে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় (মামলায় নিয়োগ কর্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিত রাখার এবং পরবর্তিতে ৪ মাসের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা ছিল) জনাব আবিদা সুলতানাকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান ছিল।

২। অধ্যক্ষ কলেজের সমুদয় কাগজপত্র পূর্ববর্তী অধ্যক্ষের কাছ থেকে বুঝিয়া পায়নি মর্মে মামলা চলমান আছে; এ ধরণের কারণ দেখিয়ে উভয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র তদন্ত কমিটির কাছে প্রদর্শন করতে বা দাখিল করতে পারেন নি। বিষয়টি কতটুকু সত্য তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়নি।

৩। নিয়োগের ব্যাপারে কোন মামলা মোকদ্দমা আছে কিনা এ ধরনের বিষয়ে নিয়োগ প্রার্থীর জানা থাকার কথা নয় এবং তাঁর নিয়োগ যেহেতু সঠিক নিয়মে হয়েছে; কাজেই এমপিওভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপে দাবীদার হওয়ায় এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৪। জনাব বজলুর রশিদ নিয়োগ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং নম্বরপত্র দেখাতে পারেননি।

এমতাবস্থায়, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর মহিলা কলেজের উপরিউক্ত বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

30.6.21
(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩)
ফোন নং- ৯৫৫৬০৫৭
Email-ncollege@ dshe.gov.bd

সভাপতি
পরিচালনা পরিষদ
নাগরপুর মহিলা কলেজ
নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।
৪। জনাব মো: বজলুর রশিদ, প্রভাষক (ইতিহাস),নাগরপুর মহিলা কলেজ, নাগরপুর, টাঙ্গাইল;
৫। জনাব আবিদা সুলতানা, প্রভাষক (ইতিহাস) নাগরপুর মহিলা কলেজ, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।
৬। সংরক্ষণ নথি।

.C:/Tangail later/(531)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৭জি- ৩০২ (ক-৩)/২০০৬ (অংশ-১)/ ১১৪১/৬ তারিখ ৬০ /০৬/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর মহিলা কলেজের ইতিহাস বিষয়ের প্রভাষক নিয়োগের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর মহিলা কলেজের প্রভাষক (ইতিহাস) জনাব আবিদা সুলতানা-এর এমপিওভুক্তি এবং বর্ণিত বিষয়ের প্রভাষক জনাব মো: বজলুর রশিদ-এর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি উল্লেখ করেন তিনি ৩০/১০/২০০২ ইং তারিখে যোগদান করে অদ্যবধি কর্মরত আছেন। কলেজে যোগদান করে জানতে পারেন ইতিহাস বিষয়ে জনাব মো: বজলুর রশিদ নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিয়োগ বিধি বহির্ভূত হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৩/০৮/২০০২ ইং তারিখে তার নিয়োগ বাতিল করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ বার বার জনাব আবিদা সুলতানা-এর এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করলেও তাঁর জটিলতা নিরসন না হওয়ায় তিনি তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে এমপিওর জন্য আবেদন করেন। বর্ণিত বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী জনাব মো: বজলুর রশিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিক আছে কি-না সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কমিটির মতামত ও পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত বিষয় প্রতিয়মান হয়ঃ

১। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক (ইতিহাস), জনাব বজলুর রশিদ এর নিয়োগ সম্পূর্ণ বিধি মোতাবেক হয় নি। অন্য ক্ষেত্রে প্রভাষক (ইতিহাস) জনাব আবিদা সুলতানার নিয়োগ বিধি মোতাবেক হয়েছে; তবে বজলুর রশিদকে বরখাস্তের কারণে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় (মামলায় নিয়োগ কর্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিত রাখার এবং পরবর্তিতে ৪ মাসের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা ছিল) জনাব আবিদা সুলতানাকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান ছিল।

২। অধ্যক্ষ কলেজের সমূদয় কাগজপত্র পূর্ববর্তী অধ্যক্ষের কাছ থেকে বুঝিয়া পায়নি মর্মে মামলা চলমান আছে; এ ধরণের কারণ দেখিয়ে উভয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র তদন্ত কমিটির কাছে প্রদর্শন করতে বা দাখিল করতে পারেন নি। বিষয়টি কতটুকু সত্য তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়নি।

৩। নিয়োগের ব্যাপারে কোন মামলা মোকদ্দমা আছে কিনা এ ধরনের বিষয়ে নিয়োগ প্রার্থীর জানা থাকার কথা নয় এবং তাঁর নিয়োগ যেহেতু সঠিক নিয়মে হয়েছে; কাজেই এমপিওভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপে দাবীদার হওয়ায় এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৪। জনাব বজলুর রশিদ নিয়োগ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং নম্বরপত্র দেখাতে পারেননি।

এমতাবস্থায়, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর মহিলা কলেজের উপরিউক্ত বিষয়ে ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

30.6.21
(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩)
ফোন নং- ৯৫৫৬০৫৭
Email-ncollege@ dshe.gov.bd

অধ্যক্ষ
নাগরপুর মহিলা কলেজ
নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ।
২। সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ, নাগরপুর মহিলা কলেজ, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল।
৪। জনাব মো: বজলুর রশিদ, প্রভাষক (ইতিহাস),নাগরপুর মহিলা কলেজ, নাগরপুর, টাঙ্গাইল;
৫। জনাব আবিদা সুলতানা, প্রভাষক (ইতিহাস) নাগরপুর মহিলা কলেজ, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।
৬। সংরক্ষণ নথি।

.C:/Tangail later/(530)